Spinners, apparel exporters differ over extra duty on yarn imports

To decide the way forward, Trade and Tariff Commission is meeting today with spinners, garment makers and knitwear manufacturers

The Daily Star

0 8 JAN 2026

WHO SAYS WHAT

LOCAL SPINNERS (BTMA)	Seek 20% safeguard duty on certain cotton imports	Demand removal of bonded warehouse facility for such imports	Say they're sitting on Tk 12,000cr unsold stock	Accuse India of dumping yarn in Bangladesh
BGMEA and BKMEA	Oppose the duty on yarn imports	Say higher yarn prices will hurt production	Claim Bangladesh's exports will suffer	

NUMBERS AND FACTS

- Yarn under discussion: 100% cotton, blended, 20-30 count
- Bangladesh imported $2b yarn from India in FY26
- Imports from India rose 137% last year
- Bangladesh received 44% of India's exports
- Domestic mills running at 50% capacity
- Around 50 local spinning mills closed in recent years

REFAYET ULLAH MIRDHA

Apparel and knitwear manufacturers have opposed a proposed 20 percent safeguard tariff after local spinners asked

CVC, PV, and grey melange.

In addition to the tariff, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) requested the cancellation of the bonded warehouse facility for these yarns,

said imposing a 20 percent safeguard duty on yarn imports would put the export-oriented garment sector in serious trouble.

They said the sector will lose its global competitiveness if yarn prices rise as a result of the safeguard duty.

20-30 count

- Bangladesh imported $2b yarn from India in FY26
- Imports from India rose 137% last year
- Bangladesh received 44% of India's exports
- Domestic mills running at 50% capacity
- Around 50 local spinning mills closed in recent years

REFAYET ULLAH MIRDHA

Apparel and knitwear manufacturers have opposed a proposed 20 percent safeguard tariff after local spinners asked the Bangladesh Trade and Tariff Commission to recommend it on imports of 100 percent cotton and blended yarns in the 20-30 count range.

The manufacturers said such a tariff would force them to buy local yarn at higher prices, hurt production, and ultimately affect exports.

Local spinners, however, argued that the safeguard duty is necessary to protect the domestic industry. In the last week of December, they accused India of dumping cheap yarn in Bangladesh and said they were sitting on Tk 12,000 crore of unsold stock.

Domestic spinners claim they can meet the entire national demand for 100 percent cotton and blended yarns, including PC, CVC, PV, and grey melange.

In addition to the tariff, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) requested the cancellation of the bonded warehouse facility for these yarns, according to multiple sources familiar with the matter.

Against this backdrop, the Bangladesh Trade and Tariff Commission, the statutory body responsible for preventing dumping of foreign goods, convened a meeting with spinners, garment makers and knitwear manufacturers today.

The commission had already held a session earlier this week on the proposed safeguard measure.

The proposal has drawn opposition from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

In separate letters to the commission, both trade bodies said imposing a 20 percent safeguard duty on yarn imports would put the export-oriented garment sector in serious trouble.

They said the sector will lose its global competitiveness if yarn prices rise as a result of the safeguard duty. They called on the government to improve gas and power supply to industrial units so mills can produce sufficient yarn, and requested incentives to make the domestic mills more competitive.

In the last week of December, Showkat Aziz Russell, president of the BTMA, said at a press conference in Dhaka that local spinning mills were left with Tk 12,000 crore of unsold yarn as cheap imports from India flooded the market.

He said that yarn imports from India rose 137 percent last year, being sold below domestic prices, and that nearly 50 local spinning mills have closed in recent years after failing to survive the competition.

While apparel makers and knitwear manufacturers in their letters said that the government cannot impose such a measure on any particular country under World Trade Organization (WTO) rules, Russell also said the BTMA does not want a 20 percent safeguard duty targeting any single country.

"It is not possible to impose such a tariff on a particular country under the WTO rules," he said. Instead, he called for subsidies on the use of local yarn to make the sector more competitive.

He told The Daily Star yesterday that the amount of stockpiled yarn has decreased somewhat as spinning mills have reduced production due to low demand.

Local spinners are operating at around 50 percent capacity because of low gas pressure, he added.

According to Russell, the total investment in the garment and primary textile sectors is more than $75 billion, including $23 billion in the primary textile sector. Combined, the two sectors contribute $40 billion in exports.

BTMA leaders said Bangladesh imported $2 billion worth of yarn from India in fiscal year 2025-26, with local mills consuming 1,600 tonnes daily. From April to October 2025, imports reached $950 million.

They said Bangladesh has become the largest destination for Indian yarn exports, receiving 44 percent of the total, while Cambodia ranks second at 21 percent.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

সমকাল

0 8 JAN 2026

হালাল পণ্য রপ্তানির বড় বাধা গ্রহণযোগ্য সনদ

বাণিজ্য

- হালাল পণ্যের বৈশ্বিক বাজার ৩.৩০ ট্রিলিয়ন ডলার
- ২০৩৪ সালে পৌঁছাবে ৯.৪৫ ট্রিলিয়নে
- বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ৮৫ কোটি ডলার
- রপ্তানি বেশি সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইউএই, পাকিস্তান, তুরস্কে

দুটি সংস্থা সনদ দেওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়, রপ্তানি বাড়াতে প্রয়োজন পণ্যের মান উন্নয়ন

মমিনুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, আইইউবিএটি

ভবিষ্যতে হালাল সনদ দেবে বিএসটিআই, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে দায়িত্ব নাও থাকতে পারে

মো. ওবায়দুর রহমান
শিল্প সচিব

জসিম উদ্দিন বাদল

স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার কারণে হালাল পণ্যের প্রতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভোক্তারা ঝুঁকছেন। হালাল পণ্যের বৈশ্বিক বাজার-প্রবৃদ্ধি এমন বার্তা দিচ্ছে। বর্তমানে হালাল পণ্যের বাজারের আকার সোয়া তিন ট্রিলিয়ন ডলারের। বলা হচ্ছে, আগামী এক দশকে এটি হবে প্রায় তিনগুণ। তবে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হয়েও হালাল পণ্যের এই বিশাল বাজারে উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের হালাল পণ্য রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ৮৫ কোটি ডলার।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, এ খাতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন না থাকা। এছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা, ব্র্যান্ডিং ও সমন্বিত নীতিমালার অভাব কাঠামোগত এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার দুর্বলতা অন্যতম।

সম্ভাবনা বিশাল, রপ্তানি সীমিত

হালাল পণ্য বলতে মূলত কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যকে বোঝালেও পোশাক, কসমেটিকসহ নানা পণ্য এই ক্যাটেগরিতে আছে। প্রক্রিয়াজাত হালাল খাদ্য হিসেবে মাংস, মাছ, ফল ও কৃষিপণ্য মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে; বিশেষ করে সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, তুরস্কে রপ্তানি হচ্ছে; যা পরিমাণে খুব কম।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, বর্তমানে হালাল পণ্যের বৈশ্বিক বাজার ৩ দশমিক ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের। চাহিদা বাড়ছে প্রায় ১৩ শতাংশ হারে। ফলে আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে বৈশ্বিক বাজার ৯ দশমিক ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হতে পারে। এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র দশমিক শূন্য তিন শতাংশ।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও সনদ সংকট

দেশে জাতীয় হালাল নীতি বা কেন্দ্রীয় হালাল বোর্ড নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) পৃথকভাবে হালাল সনদ দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৬০টি ও বিএসটিআই ৩০টি কোম্পানিকে হালাল সনদ দিয়েছে।

দুই সংস্থার দুই ধরনের সনদের কারণে ক্রেতার মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অনেক ক্রেতা এসব সনদকে স্বীকৃত মনে করেন না। বড় ক্রেতা দেশ মালয়েশিয়া, সৌদি আরব বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশের জন্য যে মানদণ্ড প্রয়োজন, দেশীয় সনদদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও তা অর্জন করেনি। বিশেষ করে মালয়েশিয়ার 'জাকিম' বা সৌদি আরবের 'এসএফডিএ'র মতো প্রভাবশালী বৈশ্বিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সনদকে উপযুক্ত মনে করছে না। ফলে প্রায় সময় রপ্তানি আদেশ বাতিল হয় বলে জানান রপ্তানিকারকরা।

জানতে চাইলে বিএসটিআইর হালাল সনদ বিভাগের সহকারী পরিচালক জিশান আহমেদ তালুকদার বলেন, হালাল পণ্য এখন শুধু ধর্মীয় বিষয়ে আবদ্ধ নয়। অমুসলিমরাও পণ্যের স্বাস্থ্যগত বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশগুলোতে বিএসটিআইর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ফলে এই সংস্থার সনদ অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই ক্রেতা দেশগুলোর।

হালাল পণ্য নিয়ে কাজ করেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) সহকারী অধ্যাপক মমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশে হালাল সনদ দেয় একটি সংস্থা। বাংলাদেশে দুটি সংস্থা থেকে দেওয়া হয়। এতে জটিলতা তৈরি হয়। রপ্তানি বাড়াতে উদ্যোক্তাদের পণ্যের মান উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা করতে হবে।

শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান সমকালকে বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নয়, হালাল সনদ নিয়ে মূল কাজটা করে বিএসটিআই। এই সনদকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করতে শিল্প মন্ত্রণালয় নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে হালাল সনদের দায়িত্ব নাও থাকতে পারে।

ব্র্যান্ডিংয়ে পিছিয়ে

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অন্যতম শীর্ষ হালাল পণ্যের হাবে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। তবে রপ্তানিকারকরা জানান, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড পরিচিতি খুবই দুর্বল। বাংলাদেশ এখনও কাঁচামাল বা কমমূল্যের পণ্য সরবরাহকারীর পরিচয় থেকেই বের হতে পারেনি।

আধুনিক পরীক্ষাগার, কোল্ড চেইন, ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা এবং বিশেষায়িত হালাল শিল্পপার্কের অভাবে রপ্তানির সক্ষমতা সংকুচিত হচ্ছে।

কী বলছেন রপ্তানিকারকরা

বেঙ্গল মিটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমদ আসিফ সমকালকে বলেন, শুধু 'হালাল' সিল থাকলেই চলে না, ক্রেতারা পশুটির জন্ম থেকে জবাই এবং প্যাকেজিং পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের ডিজিটাল রেকর্ড দেখার পাশাপাশি কোন ফার্মে বড় হয়েছে, কী ভ্যাকসিনেশন হয়েছে, কী খাবার খেয়েছে এসব তথ্য দেখতে চায়।

বিশ্বজুড়ে প্রাণী স্বাস্থ্য এবং উন্নতি, পশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, পশু ও পশুজাত পণ্যের নিরাপদ বাণিজ্য নিয়ে কাজ করে ফ্রান্সভিত্তিক বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউওএআইচ)। এ প্রসঙ্গে আহমদ আসিফ বলেন, এই সংস্থার স্বীকৃতি নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে সরকারকে। এ ছাড়া রপ্তানি বাড়াতে হলে ক্রেতা দেশগুলোর সঙ্গে সরকারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

রপ্তানি পণ্য পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব না থাকায় মান সনদ পাওয়া কঠিন বলে মনে করেন প্রাণ গ্রুপের পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল। তিনি বলেন, এতে রপ্তানি বাজারে গ্রহণযোগ্যতা হারায় এবং শিল্পের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা কমে যায়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
0 8 JAN 2026

রপ্তানিতে পথ দেখাচ্ছে ‘এক্সপোর্ট সেবা’

উদ্যোক্তা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান

২০২২ সালে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন জাহিদ হোসেন। যেখানে নতুন উদ্যোক্তাদের রপ্তানি নিয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নানা সেবা দেওয়া হয়।

ইয়াহইয়া নকিব, *ঢাকা*

নতুন উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন এক্সপোর্ট সেবার প্রতিষ্ঠাতা জাহিদ হোসেন।
ছবি : এক্সপোর্ট সেবার সৌজন্যে

- এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ।
- প্রশিক্ষণ শেষে রপ্তানি করছেন হাজারের বেশি উদ্যোক্তা।
- ৫০টির বেশি করপোরেট প্রতিষ্ঠান সেবা নিয়েছে।
- ভবিষ্যতে রপ্তানি নিয়ে ফ্রি প্ল্যাটফর্ম করার চিন্তা।

পণ্য রপ্তানি করতে দেশের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদন থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ, মালামাল পরিবহন ও সরবরাহ পর্যন্ত নানা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া বিদেশি বাজার এবং ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ ও পণ্যের দাম নির্ধারণের ঝক্কিও কম নয়। তাই নতুন উদ্যোক্তাদের পক্ষে এসব কাজ গুছিয়ে করা খুব কঠিন। এ কারণে অনেক সময় ভালো পণ্য তৈরির পরও রপ্তানি বাজারে ভালো করতে পারেন না অনেক উদ্যোক্তা। নতুন এসব উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিচ্ছে ‘এক্সপোর্ট সেবা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাঁদের ১০ শতাংশ বা হাজারের বেশি উদ্যোক্তা এখন নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করছেন। অনেকে রপ্তানির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ ছাড়া করপোরেট গ্রাহকদেরও পরামর্শ-সহায়তা দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এ পর্যন্ত ৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ‘এক্সপোর্ট সেবার’ মাধ্যমে ১৭টি দেশে ১২ শতাধিক পণ্য রপ্তানি করেছে।

যেভাবে যাত্রা শুরু

রপ্তানিকারকদের সহায়তা দিতে ৪ বছর আগে ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন জাহিদ হোসেন নামের এক উদ্যোক্তা। নিজে এই প্রতিষ্ঠান তৈরির আগে একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রপ্তানি দলের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। রপ্তানি এ খাতে তাঁর রয়েছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২০২২ সালে নিজেই গড়ে তোলেন এক্সপোর্ট সেবা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১০ জন কর্মী কাজ করছেন।

সম্প্রতি এক্সপোর্ট সেবা নিয়ে কথা হয় জাহিদ হোসেনের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘এমএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে জানতে পারলাম রপ্তানির জন্য প্রাথমিক সনদ বা নিবন্ধন কীভাবে নিতে হয়, সেই ধারণায় নেই বেশির ভাগ উদ্যোক্তার। কৃষি, পাট ও হস্তশিল্পের মানসম্মত পণ্য থাকার পরও অনেক উদ্যোক্তা তাই রপ্তানিও করতে পারছেন না। অথচ বিদেশে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই এসব উদ্যোক্তাদের কথা ভেবে রপ্তানি সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিই।’

জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘রপ্তানিপ্রক্রিয়াকরণের সব ধাপ একটি ওয়েসসাইটের মাধ্যমে বিনা মূল্যে উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সে জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন, ইপিবি এবং ব্র্যাকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করছি।’

যেভাবে সেবা মিলবে

একদম নতুন উদ্যোক্তারা প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রপ্তানিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পান। আর যাদের পণ্য রপ্তানির জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তাদের জন্য বিদেশি ক্রেতা ঠিক করে দেওয়া, লাইসেন্স এবং কাগজপত্র ঠিক করা থেকে পণ্য পাঠানো এবং রপ্তানি আয় নিয়ে আসা পর্যন্ত সব ধরনের সেবা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ‘এক্সপোর্ট সেবা’ রপ্তানি ব্যবস্থাপক হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করে।

প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। যেমন ৩ হাজার টাকা ফিতে রয়েছে ৫ দিনের অনলাইন প্রশিক্ষণ। আর ১০০ দিনের মেন্টরশিপের মাধ্যমে সরাসরি রপ্তানিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে খরচ ২৫ হাজার টাকা। আর ৬ মাসের একক সেবা নিতে গুনতে হবে ৯০ হাজার টাকা। আর সারা বছর প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সেবা দেয় ৬ লাখ টাকা খরচে। করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই মাশুল ১২ লাখ টাকা। মূলত পাট, চামড়া ও হস্তশিল্প পণ্য এবং ফল, মাছ, মসলাপণ্য রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় সেবা দেয় প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান, কৃষিপণ্যের প্রধান গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্য ও আশিয়ানভুক্ত দেশগুলো। আর হস্তশিল্প বেশি যায় ইউরোপের দেশগুলোয়। সৌদি আরবেও নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে।

এক্সপোর্ট সেবার ব্যবসা উন্নয়নবিষয়ক ব্যবস্থাপক জাবের অঙ্কুর *প্রথম আলোকে* বলেন, রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য জাহাজীকরণকে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করেন উদ্যোক্তারা। কৃষি পণ্য রপ্তানিতে প্যাকেজিং করাটাও একটি বড় সমস্যা। রপ্তানি করতে গেলে প্রাথমিকভাবে ট্রেড লাইসেন্সসহ কর শনাক্তকরণ নম্বর থাকতে হয়। এ ছাড়া কোনো ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য হলে রপ্তানি করা সুবিধা। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র লাগে। সব মিলিয়ে ৮ থেকে ১০ ধরনের কাগজপত্র লাগে। এসব বিষয়ে উদ্যোক্তাদের নানাভাবে সহায়তা করা এক্সপোর্ট সেবা।

সাভারের বাসিন্দা মো. শামীম কৃষিপণ্য রপ্তানির চিন্তা থেকে গত সেপ্টেম্বর মাসে এক্সপোর্ট সেবা থেকে অনলাইনে একটি কোর্স করেছেন, যার মাধ্যমে রপ্তানিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পান তিনি। তবে এখনো রপ্তানি শুরু করতে না পারলেও নেপালে আলু রপ্তানি করার চেষ্টা করছেন বলে তিনি জানান।

সফল হয়েছেন যাঁরা

হস্তশিল্প পণ্যের প্রতিষ্ঠান গনি ক্রিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা মাহফুজুল গনি। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠান জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানি করছে। এক্সপোর্ট সেবার প্রশিক্ষণ থেকে তিনি রপ্তানির ধারণা নিয়েছিলেন। পরে ২০২২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের ক্রয়াদেশ পান। *প্রথম আলোকে* এই উদ্যোক্তা জানান, ‘২০১৫ সাল থেকেই আমরা কাজ শুরু করি। ২০১৯ সালে ট্রেড লাইসেন্স করি। পরে রপ্তানির চিন্তা করতেই এক্সপোর্ট সেবার একটি বিজ্ঞাপন দেখি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখান থেকে প্রথমে ৫০০ টাকার এবং পরে ৫ হাজার টাকার দুটি প্রশিক্ষণ নেই। তারপরেই রপ্তানি শুরু করেছি।

একইভাবে নূরানী অ্যাগ্রো এবং ট্রাস্ট অ্যাগ্রোর মতো অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশে পণ্য রপ্তানি করছেন এক্সপোর্ট সেবা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে। ইতালিতে কাঁঠাল রপ্তানি করছেন রবিন হোসেন নামের আরেক উদ্যোক্তা। এসব উদ্যোক্তা এক্সপোর্ট সেবা থেকেই রপ্তানির প্রশিক্ষণ নিয়ে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ দেওয়া এবং বাজার-সুবিধা নিয়ে কাজ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও কাজ করেন এক্সপোর্ট সেবার জাহিদ হোসেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

কালবেলা
0 8 JAN 2026

শীতে ক্রেতাশূন্য প্যাভিলিয়ন হতাশায় ব্যবসায়ীরা

শীতের প্রভাবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ৩০তম আসরের চতুর্থ দিন প্রায় পণ্ড হয়ে গেছে। মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতা-দর্শনার্থী একেবারে নেই বললেই চলে

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

জাহাঙ্গীর মাহমুদ, *রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)* ▸▸

শীতের প্রভাবে বুধবার ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের সমাগম নেই বললেই চলে ›› কালবেলা

নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না এক্সিবিশনের স্থায়ী প্যাভিলিয়নে জমেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ৩০তম আসর। গতকাল মেলার চতুর্থ দিনে তীব্র শীতের প্রভাবে ক্রেতা-দর্শনার্থীশূন্য মেলার প্যাভিলিয়ন। চাহিদামতো বেচাকেনা না হওয়ায় হতাশায় রয়েছেন মেলায় আসা ব্যবসায়ীরা।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, শীতের প্রভাবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ৩০তম আসরের চতুর্থ দিন প্রায় পণ্ড হয়ে গেছে। মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতা-দর্শনার্থী একেবারে নেই বললেই চলে। ক্রেতা-দর্শনার্থী না থাকায় অলস সময় কাটাচ্ছেন স্টল মালিক ও কর্মচারীরা।

মেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারের আসরে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, নেপালসহ মোট ৩২৭টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

নববী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোয়াসসেল মিয়া জানান, মেলার শুরু থেকেই তীব্র শীত পড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে মেলায়। তীব্র শীত হওয়ায় ক্রেতা-দর্শনার্থী একেবারে নেই বললেই চলে। সামনে শীত না কমলে ব্যবসায় ভাটা পড়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

দিপ্তি অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি লিমিটেডের পরিচালক ওসমান গনি বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও মেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়েছে আমাদের কোম্পানি। এবার ১ জানুয়ারির পরিবর্তে ৩ জানুয়ারি মেলা উদ্বোধন করা হয়েছে। তবে তীব্র শীতের কারণে ক্রেতা-দর্শনার্থীর প্রায় শূন্য।

ইন্ডিয়ান ফুটওয়্যারের সেলিম আহমেদ বলেন, অনেক টাকা দিয়ে মেলায় স্টল নিয়েছি। শীতের কারণে মানুষজন আসছে না মেলায়। বেচাকেনাও নেই বললেই চলে। বেচাকেনা না বাড়লে লোকসানে পড়তে হবে।

হোমট্যাক্সের নাদিয়া খানম বলেন, তীব্র শীতের কারণে বেচাকেনা একেবারে কম। তবে দিনে কিছু ক্রেতা-দর্শনার্থী এলেও বিকেলে শূন্য হয়ে যায় মেলা প্রাঙ্গণ। শীতের প্রকোপ কমলে স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।

এ বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সচিব ও বাণিজ্য মেলার পরিচালক তরফদার সোহেল রহমান বলেন, শৈত্যপ্রবাহের কারণে মেলায় লোকজন একটু কম রয়েছে। তবে সামনের দিনগুলোয় আশানুরূপ বেচাকেনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ব্যবসায়ী ও ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো